বীরভূমের লোকসংস্কৃতি

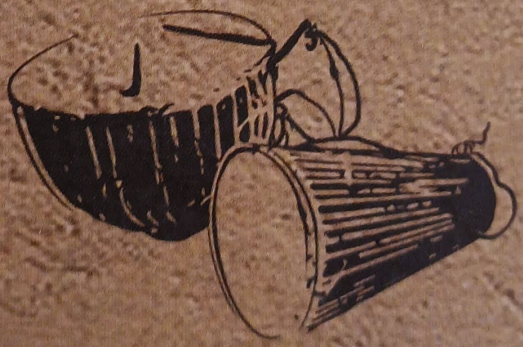

সম্পাদনা
দেবাশিস সাহা
আদিত্য মুখোপাধ্যায়

বীরভূমের লোকসংস্কৃতি

সম্পাদনা
দেবাশিস সাহা
আদিত্য মুখোপাধ্যায়

অভিযান পাবলিশার্স

Birbhumer Loksanskriti
a collection of Bengali essay on folk culture of Birbhum
Edited by Debasis Saha and Dr. Aditya Mukopadhyay

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে মারুফ হোসেন কর্তৃক ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত

দূরভাষ : + ৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫
e-mail : abhijankolkata@gmail.com

বিশেষ সহযোগিতা : প্রগতি পত্রিকা, সাঁইথিয়া

অক্ষর বিন্যাস : এ ডি লেজার পয়েন্ট
প্রুফ সংশোধন : শ্যাম চৌধুরি
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেক্ট্রনিক্স
বাঁধাই : প্রিয়া বুক বাইন্ডার্স

বিক্রয়কেন্দ্র
অভিযান বুক ক্যাফে
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
চয়নিকা (সাঁইথিয়া), মুক্তধারা (দিল্লি), বাতিঘর (বাংলাদেশ)
Online available on : www.dokandar.in

এই বইটি এই শর্তে বিক্রয় করা হল যে, প্রকাশকের পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া বর্তমান সংস্করণের বাঁধাই ও আবরণী ব্যতীত অন্য কোনো রূপে বা আকারে ব্যাবসা অথবা অন্য কোনো উপায়ে পুনর্বিক্রয়, ধার বা ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং ঠিক যে অবস্থায় ক্রেতা বইটি পেয়েছেন তা বাদ দিয়ে স্বত্বাধিকারীর কোনো প্রকার সংরক্ষিত অধিকার খর্ব করে, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই বইয়ের সামগ্রিক বর্ণসংস্থাপন, প্রচ্ছদ এবং প্রকাশককৃত অন্যান্য অলংকরণের স্বত্বাধিকারী শুধুমাত্র প্রকাশক।

₹ ৪০০
$ 15 (ভারতের বাইরে বিক্রয়ের জন্য)

বীরভূমের লোকসংস্কৃতি : কৃষিপ্রসঙ্গ □ দেবব্রত কুনুই ৭
ইলামবাজারের গালার পুতুল □ রামানুজ মুখোপাধ্যায় ২১
বাউলের অনুসন্ধান □ আদিত্য মুখোপাধ্যায় ২৯
বীরভূমের পটচিত্র : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা □ কিশোর দাস ৩৮
বীরভূমের মন্দির কতটা লোকায়ত □ শ্রীলা বসু ৪৮
ধর্মঠাকুর ও বীরভূম □ রজত পাল ৫৪
খেলব রায়বেঁশে/ মহামূল্য জিনিস এ □ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ৬৩
বিলুপ্তপ্রায় ইন্দ্রধ্বজ, ভাজো, ভাদু, সাঁঝপুজোনি □ সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৭
বহুরূপী □ আদিত্য মুখোপাধ্যায় ৭৬
হাবু গানের সংক্ষিপ্ত স্বরূপসন্ধান এবং বর্তমানে তার সামাজিক ভূমিকা
□ বাদল সাহা ৮৪
বীরভূমের লোকগানের ঐতিহ্যে বোলান ও হাবু □ সুমিত ভট্টাচার্য ৯৪
বীরভূমের সাঁওতাল জীবনে দেবী মনসা ও সর্প □ মিলনকান্তি বিশ্বাস ১০৪
বীরভূমের লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে লালিত গ্রাম নিয়ে গ্রামীণ ছড়া
□ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১১৩
বাঙালির গ্রামীণ জীবন থেকে যা লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় □ ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ১৩৩
শান্তিনিকেতনের আলপনার ধারায় ক্ষমাদি (ক্ষমা ঘোষ) □ অর্পিতা চ্যাটার্জি ১৫২
বীরভূমের লোকবাদ্য □ নিবেদিতা লাহিড়ী ১৬৯
আদিবাসীদের লোকোৎসব □ দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩
বীরভূমের লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের অনন্য ধারা মুসলিম বিয়ের গীত
□ সুমনশঙ্কর বর্ধন ১৭৯
বীরভূমের একটি লোকসংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার এবং সমকালীন রাজনীতি ও ব্রিটিশ সরকার □ পার্থ শঙ্খ মজুমদার ১৮৯
লোকসংস্কৃতির আলোকে ময়নাডালের কীর্তন □ গোপাল মণ্ডল ২০০
বীরভূমের আদিবাসী সংস্কৃতিতে শাল-মহুয়া বৃক্ষের মাহাত্ম্য □ রোশনি দে ২০৫
বীরভূমে লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে যাত্রাগান, কবিগান ও নাটক
□ বিজয়কুমার দাস ২১১
বীরভূমের হাটসেরান্দি গ্রামের পটের দুর্গা □ দেবাশিস সাহা ২২০

রো শ নি দে

বীরভূমের আদিবাসী সংস্কৃতিতে শাল-মহুয়া বৃক্ষের মাহাত্ম্য

মানবসভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের অন্যতম স্বীকৃত পন্থা হল প্রকৃতি পূজা। প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ মানবমন পরিবর্তনশীল জলবায়ু, খামখেয়ালি আবহাওয়া, অজানা রোগ-ব্যাধির উপদ্রব, পদে পদে হিংস্র পশুর আক্রমণভয় ইত্যাদি থেকে নিষ্কৃতি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে প্রকৃতির নানা উপাদানকে পূজা করার বিচিত্র রীতির মধ্যে। ক্রমশ পুষ্ট হয় প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ঈশ্বর ভাবনা এবং অধ্যাত্মবোধ। আস্থার অঙ্কুর থেকে পল্লবিত হয় অসুখবিসুখে সহায়ক বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের গুণাগুণ অনুধাবনের মেধা। ভয় ও ভক্তির মেলবন্ধনে মানুষ— প্রকৃতির সম্পর্ক যেন এক সর্বনিয়ন্ত্রার কাছে অসহায়ের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সমগোত্রীয়। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পূজা, বলি, যজ্ঞাহুতির এসবই পক্ষান্তরে সর্বশক্তিমানের কাছে করুণা প্রার্থনার মাধ্যম। সভ্যতার পরিবেশ-বিমুখ অগ্রগতি যত গতিময় হয়েছে, ততই ধর্মীয় আচারে আবৃত প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার সাংস্কৃতিক ধারা দূরবর্তী তথা প্রান্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আধুনিকতার স্রোতে প্রকৃতি সেবার ঐতিহ্য একেবারে হারিয়ে যায়নি।

নানান বৃক্ষ, ভেষজ উদ্ভিদ, ঝোপঝাড় এবং অন্যান্য উপযোগী বনজ সম্পদ সমন্বিত ক্ষুদ্র বনাঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বহু শাখা-প্রশাখা আজও এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমন দৃষ্টান্তের অংশীদার বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল, বিশেষত রাঢ়বাংলার আদিবাসী প্রধান গ্রামগুলোকে যাদের ধর্ম এবং সামাজিক রীতিনীতির গভীরে মিশে আছে প্রকৃতি পরিবেশ সেই কোন সময় থেকে। দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নির্দিষ্ট পেশা অবলম্বন না করেই আদিবাসীদের জীবন কেটেছে শুধুই বনজ সরবরাহ নির্ভর আদিম উপায়ে। তাই, পশুপালন, পশুশিকার, মৎস্যশিকার ইত্যাদি বিবিধ পথ যাদের জীবিকা নির্বাহের মুখ্য আধার, জঙ্গলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অকৃত্রিম। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বীরভূমের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতালদের জীবনে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বঞ্চনার বিপরীতে নিঃস্বার্থ উদার প্রকৃতিকে বলেছেন 'unfailing friend'।[১] বাংলার বারোমাসের তেরো পার্বণের